ফয়যানে মাদানী মুযাকারা (৩৭নং অংশ)

পরিবারের সকল সদস্য কিভাবে নেককার হলো?

(বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

উপস্থাপনায়ঃ

আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)

এই রিসালাটি শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دامت برکاتہم العالیہ এর মাদানী মুযাকারা নং ২৯ ও ৩০ এর আলোকে **আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশের "ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগের পক্ষ থেকে নতুন পদ্ধতি এবং অধিক নতুন বিষয়াবলী সংযোজনের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

প্রথমে এটি পড়ে নিন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে বয়ান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী মুযাকারা এবং তাঁর প্রশিক্ষিত মুবাল্লিগদের মাধ্যমে খুবই স্বল্প সময়ে মুসলমানদের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছেন, তাঁর সহচর্য থেকে উপকার লাভ করতে অসংখ্য ইসলামী ভাই মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে হওয়া **মাদানী মুযাকারা**য় বিভিন্ন বিষয়ে যেমন; আক্বিদা ও আমল, ফযীলত ও গুণাবলী, শরীয়াত ও তরীকত, ইতিহাস ও জীবনি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, চারিত্রিক ও ইসলামী জ্ঞান, দৈনন্দিন বিষয়াবলী এবং আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় আর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের প্রজ্ঞাময় এবং ইশকে রাসূলে ভরপুর উত্তর দিয়ে ধন্য করে থাকেন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত চিত্তাকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুবাসে দুনিয়ার মুসলমানদের সুবাসিত করার পবিত্র প্রেরণায় আল মদীনাতুল ইলমিয়া এর **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগ এই মাদানী মুযাকারা সমূহ প্রয়োজনিয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহকারে **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** নামে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। এই লিখিত পুস্পস্তবক পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله আক্বিদা ও আমল এবং জাহির ও বাতিনের সংশোধন, **আল্লাহ পাকে**র ভালবাসা ও ইশকে রাসূলের অশেষ দৌলতের পাশাপাশি আরো ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রেরণা জাগ্রত হবে।

এই রিসালায় যা সৌন্দর্য রয়েছে তা নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর মাহবুবে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর দয়া এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর স্নেহ ও একনিষ্ট দোয়ার প্রতিফল আর অপূর্ণতা থাকলে তা আমাদের অমনোযোগীতা ও অলসতারই কারণে।

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)
২ জমাদিউল আখির ১৪৩৯ হিঃ/ ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ ইং

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৪	আউলিয়ায়ে কিরামদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে?	২৩
পরিবারের সকল সদস্য কিভাবে নেককার হলো?	৪		
মাদানী পরিবেশ বানানোর পদ্ধতি	৭	লওহে মাহফুয আউলিয়া কিরামের চোখের সামনেই	২৪
ঘরে মাদানী পরিবেশ বানানোর ১৯টি টিপস	৯	সায়্যিদী কুতবে মদীনার নিকট বাইয়াত	২৬
সাংগঠনিক মানসিকতা কিভাবে বানানো যাবে?	১৩	বাইয়াত হওয়ার উদ্দেশ্য	২৮
সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী মাদানী কাজ করুন	১৪	সমস্যা সমাধান না হলে পীর পরিবর্তন করা ঠিক নয়	২৯
পরীক্ষার পরিবর্তে নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন	১৫	অপরের ফয়েযকেও নিজের মুর্শিদেরই ফয়েয মনে করুন	৩০
"আপনাকে আমার বয়স দিয়ে দেয়া হোক" বলা কেমন?	১৭	শরীয়াত ও তরীকত একই	৩১
কোন কোন বুযুর্গ থেকে খেলাফত পেয়েছেন?	১৯	দা'ওয়াতে ইসলামী বিচ্ছিন্নদের মিলিয়ে দেয়	৩৪
সিলসিলায়ে কাদেরীয়ায় বাইয়াত করানোর কারণ	২০	মুসলমানদের কার অনুসরন করা উচিৎ?	৩৫
বাল্যকালে খেলাফত	২১	"اِنْ شَآءَ الله" লিখার নিয়ম	৩৭

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

পরিবারের সকল সদস্য কিভাবে নেককার হলো?

(অন্যান্য চিত্তাকর্ষক প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

শয়তান লাখো অলসতা প্রদর্শন করুক না কেন রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ. فَاِنَّهُ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا অর্থাৎ যার নিকট আমার আলোচনা হলো, তার উচিৎ, আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা, কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পরিবারের সকল সদস্য কিভাবে নেককার হলো?

প্রশ্ন: পুরো পরিবারের সদস্যদেরকে নেককার কিভাবে বানানো যায়?

উত্তর: নিজেকে এবং নিজের পরিবারের সদস্যদেরকে নেককার বানানো ও গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য ঘরে মাদানী পরিবেশ

১. মু'জামু আওসাত, মান ইসমুহুল ফদল, ৩/৪০২, হাদীস নং-৪৯৪৮।

www.dawateislami.net

বানানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজন। কেননা এর দ্বারা পরিবারের সদস্যদের সংশোধন হয় এবং তারা নেককার হয়ে যায়। কোরআনে পাকে **আল্লাহ পাক** যেমনিভাবে আমাদেরকে নিজের সংশোধন করা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার আদেশ করেছেন, তেমনিভাবে নিজের পরিবারের সদস্যদের সংশোধন করা এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর আদেশও করেছেন। অতএব **দয়ালু আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

(পারা ২৮, আত তাহরীম, ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগু! নিজেকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর।

এই আয়াতে মুবারাকায় নিজের সংশোধনের পাশাপাশি নিজের পরিবারের সদস্যদের সংশোধনের আদেশও বিদ্যমান, এরপরও অনেক মুবাল্লিগ নিজের পরিবারের সদস্যদের সংশোধনের চেষ্টা থেকে একেবারেই উদাসিন থাকে। মহল্লাজুড়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে থাকে কিন্তু পরিবারের সদস্যদের সংশোধনের প্রতি একেবারেই মনযোগ দেয় না। পরিবারের সদস্যদের প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যাচ্ছে, এরপরও কপালে চিন্তার রেখাও পড়ে না, তাদের বুঝানোর চেষ্টাও করা হয় না, অথচ "সন্তান যখন আট বছর বয়সে পা রাখবে, তখন তার অভিভাবকের উপর আবশ্যক যে, তাকে নামায রোযার আদেশ দেয়া আর যখন তার এগারো বয়স শুরু হয়ে যাবে তখন অভিভাবকের উপর ওয়াজিব যে, নামায ও রোযা আদায় না করাতে মারবে তবে শর্ত হলো যে,

www.dawateislami.net

রোযার রাখার সক্ষমতা থাকা এবং রোযা যদি ক্ষতি না করে।”[১] হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: যখন সন্তান সাত বছর হয়ে যাবে তখন তাকে নামাযের আদেশ দাও এবং দশ বছর হয়ে গেলে তবে তাদের নামায না পড়াতে শাস্তি দাও।[২] মনে রাখবেন, সন্তানকে এই মারাটা যেনো সংশোধনের জন্য হয়, রাগের বশে যেনো না হয় এবং “মারও যেনো লাঠি বা বেত ইত্যাদি দ্বারা না হয় বরং শিশুদের সহ্য ক্ষমতার প্রতি খেয়াল রেখে নম্রতার সাথে হাত দ্বারা যেনো হয় এবং তাও তিন আঘাতের চেয়ে বেশি যেনো না হয়।”[৩]

অনুরূপভাবে যদি কারো পরিবারের মহিলারা বেপর্দা ঘুরাফেরা করে তবে তার উচিৎ যে, সে যেনো লজ্জাবোধ করে এবং তাদের পর্দার অনুসারি করে। যদি ক্ষমতা থাকার পরও সে নিজ মহিলাদের এবং মাহারিমদেরকে বেপর্দা হওয়া থেকে নিষেধ না করে তবে সে **“দাইয়্যুস”**[৪] এবং দাইয়্যুসের জন্য হাদীসে পাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কঠিন শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না; পিতামাতাকে কষ্ট প্রদানকারী, দাইয়্যুস এবং পুরুষের আকৃতি ধারণকারী মহিলা।[৫]

---

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৩৪৫।

২. আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, ১/২০৮, হাদীস নং- ৪৯৫।

৩. নুরুল ইযা মাআ মারাকিল ফালাহ, কিতাবুস সালাত, ১০৮ পৃষ্ঠা।

৪. যে নিজ স্ত্রী বা নিজের কোন মাহারিমের প্রতি আত্মসম্মান বোধ রাখে না, সে দাইয়্যুস। (দুররে মুখতার, কিতাবুল হুদুদ, ৬/১১৩)

৫. মুস্তাদরিক হাকেম, কিতাবুল ঈমান, ১/২৫২, হাদীস নং- ২৫২।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের উচিৎ, সে যেনো নিজেও নেকী করে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকেও সংশোধন করতে থাকে, কেননা তাদের শিক্ষা ও আদব শেখানো এবং তাদের সংশোধন করা আমাদেরই দায়িত্ব। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা ইলকিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের উপর ফরয হলো, নিজের সন্তান এবং নিজের পরিবার পরিজনকে দ্বীনের শিক্ষা দেয়া, ভালো বিষয় শেখান এবং ঐসকল আদব ও দক্ষতা শিক্ষা দেয়া যা ছাড়া চলে না।[১]

গুনাহগারো আও, সিয়াকারো আও গুনাহোঁ কো দেয়গা ছুড়া মাদানী মাহোল
পিলাকর মায়ে ইশক দেয়গা বানা ইয়ে তুমহে আশিকে মুস্তফা মাদানী মাহোল
(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

মাদানী পরিবেশ বানানো পদ্ধতি

প্রশ্ন: মাদানী পরিবেশ বানানোর পদ্ধতি জানিয়ে দিন।

উত্তর: ঘরে মাদানী পরিবেশ বানাতে হলে বা মহল্লায় অথবা বংশে, তবে এর জন্য সর্বপ্রথম নিজের আচরণকে পরিছন্ন রাখা আবশ্যক। যদি আপনি আমলদার, সৎচরিত্র এবং উন্নত আচরণের অধিকারী হন তবে اِنْ شَآءَ الله আপনার কথা দ্রুত প্রভাবিত হবে এবং আপনি মাদানী পরিবেশ বানাতে সফল হয়ে যাবেন। মনে রাখবেন! কারো সংশোধন করতে এবং মাদানী পরিবেশ বানানোর জন্য নম্রতা ও কৌশল খুবই জরুরী। যদি নম্রতার পরিবর্তে কঠোরতার মাধ্যমে করা হয় তবে কারো সংশোধন হওয়া এবং

১. তাফসীরে কুরতুবী, ২৮তম পারা, আত তাহরীম, ৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ১৮তম অংশ, ৯/১৪৮।

www.dawateislami.net

মাদানী পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করার আশা থাকে না, সুতরাং কৌশল অবলম্বন করুন। যদি কারো পিতা বা ভাই দাঁড়ি না রাখে বা বোন এবং মা শরয়ী পর্দা না করে তবে তাদের দাঁড়ি রাখা এবং শরয়ী পর্দার করতে বাধ্য করার পরিবর্তে নামাযী বানানোর চেষ্টা করুন, যখন তারা নামাযী হয়ে যাবে, তখন ধীরে ধীরে তাদের দাঁড়ি রাখা, পাগড়ী পরিধান করা এবং শরয়ী পর্দার দাওয়াত দিন। তবে যদি আপনার প্রবল ধারণা হয়ে যায় যে, আমি বললে তবে আমার কথা মেনে নিবে, তখন দাঁড়ি রাখতে বা পর্দা করতে বলা আবশ্যক, কিন্তু সাধারনত এরূপ হয়না।

অনুরূপভাবে যদি কোন সাধারন যুবককে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করতে হয় তবে তাকেও শুরুতেই নামাযের দাওয়াত দিন, যখন সে নিয়মিত নামাযী হয়ে যাবে, তখন ধীরে ধীরে দাঁড়ি রাখতে, পাগড়ী পরিধান করতে এবং বাবরী চুল রাখতে বলুন। যদি আপনি শুরুতেই দাঁড়ি রাখা, পাগড়ী পরিধান করা এবং বাবরী চুল রাখাতে জোর দেন তবে হতে পারে যে, সে বিরক্ত হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে আপনার সাথে দেখা করতেও ভয় করবে। (শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) আমার নিকট অনেক ইসলামী ভাই নতুন নতুন লোক নিয়ে আসে এবং সাক্ষাত করায়, অতঃপর সাক্ষাতের সময় তাদেরকে নিজের সামনে দিয়ে আমাকে ইশারা করে যে, তাকে দাঁড়ি রাখতে এবং পাগড়ী বাঁধতে বলে দিন, আমি সেই ইসলামী

www.dawateislami.net

ভাইদের কানে কানে বলি প্রথমে এদেরকে নামাযের দাওয়াত দিন, যখন তারা নামাযী হয়ে যাবে তখন اِنْ شَآءَ الله দাঁড়িও রাখবে, পাগড়ীও পরিধান করবে এবং বাবরী চুলও রাখবে। হ্যাঁ! যদি আপনার প্রবল ধারণা হয়ে যায় যে, আমি বললে তবে আমার কথা রাখবে তখন দাঁড়ি রাখতে বলা ওয়াজিব, কিন্তু সাধারনত এরূপ হয় না।

আগর সুন্নাতেঁ সিখনে কা হে জযবা তুম আ যাও দেয়গা সিখা মাদানী মাহোল
তু দাঁড়ি বাড়া লে ইমামা সাজালে নেহী হে ইয়ে হারগিয বুড়া মাদানী মাহোল
(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

ঘরে মাদানী পরিবেশ বানানোর ১৯টি টিপস

প্রশ্নঃ ঘরে মাদানী পরিবেশ বানানোর টিপস বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ ঘরে মাদানী পরিবেশ বানানোর জন্য নিম্নবর্ণিত ১৯টি টিপসের উপর আমল করার অভ্যাস গড়ুন, اِنْ شَآءَ الله ঘরে মাদানী পরিবেশে সৃষ্টি হয়ে যাবে। (১) ঘরে আসা যাওয়ার সময় উচ্চস্বরে সালাম প্রদান করুন। (২) মা অথবা বাবাকে আসতে দেখলে, সম্মানপূর্বক দাঁড়িয়ে যান। (৩) দিনে কমপক্ষে একবার ইসলামী ভাই নিজ পিতার এবং ইসলামী বোনেরা আপন মায়ের হাত ও পায়ে চুমু দিন। (৪) মা-বাবার সামনে আওয়াজকে সর্বদা নিচু রাখুন, তাদের চোখে কখনো চোখ রেখে কথা বলবেন না, দৃষ্টিকে নত রেখে তাদের সাথে কথাবার্তা বলুন। (৫) তাদের দেয়া প্রতিটি কাজ, যা শরীয়াত বিরোধী নয় দ্রুত করে ফেলুন। (৬) গাম্ভীর্যতা অবলম্বন করুন, ঘরে তুই-তুমি শব্দের ব্যবহার, কর্কশ শব্দে কথা বলা, গালি দেয়া এবং হাসি ঠাট্টা করা, কথায় কথায় রাগ করা,

www.dawateislami.net

খাবারের দোষ-ত্রুটি বের করা, ছোট ভাই বোনদের বকাঝকা করা, মারা, ঘরের বড়দের সাথে কথা কাটাকাটি করা, ঝগড়া করা, তর্কবিতর্ক করা যদি আপনার স্বভাব হয়ে থাকে তবে এ ধরনের মন্দ স্বভাবগুলোকে পরিবর্তন করে ফেলুন এবং প্রত্যেকের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিন। **(৭)** ঘরে বাইরে প্রতিটি স্থানে আপনি ভদ্র, গম্ভীর হয়ে যান, ঘরের মধ্যেও অবশ্যই এর বরকত দেখতে পাবেন। **(৮)** মা বরং আপনার সন্তানের মা থাকলে তাকে এমনকি ঘর (ও বাইরে) একদিনের শিশুকেও **"আপনি"** বলে সম্বোধন করুন। **(৯)** নিজ এলাকার মসজিদের ইশার জামাআতের সময় হতে দুই ঘন্টার মধ্যেই শুয়ে পড়ুন। আহ! যদি তাহাজ্জুদের নামাযের সময় চোখ দুটি খুলে যেত আর না হয় কমপক্ষে ফজরের নামাযতো খুব সহজেই (মসজিদে প্রথম সারিতে জামাআত সহকারে) আদায় করার সুযোগ হয়ে যেত আর এভাবে কাজকর্মেও কোন প্রকারের অলসতা আসত না। **(১০)** ঘরের সদস্যদের মাঝে যদি নামাযে অলসতা, পর্দাহীনতা, সিনেমা, নাটক দেখা এবং গান বাজনা শুনা ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহের অভ্যাস থাকে আর আপনি যদি ঘরের কর্তা না হন এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি তাদের বারণ করলে তারা আপনার কথা শুনবেনা তবে বারবার তর্ক না করে সবাইকে নম্রভাবে বুঝিয়ে মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের অডিও/ভিডিও ক্যাসেট শুনান, মাদানী চ্যানেল দেখলে اِنْ شَآءَ الله মাদানী সুফল আসবেই। **(১১)** ঘরে আপনাকে যতই বকাঝকা করুক, এমনকি যদি মারেও তবুও আপনি রাগ না করে ধৈর্য ধারণ

www.dawateislami.net

ধরুন। যদি আপনি এর প্রতিবাদে নিজ জিহ্বাকে ব্যবহার করেন তবে মাদানী পরিবেশ তৈরীর আর কোন সম্ভাবনাই থাকবে না বরং এর বিপরীত ঘটবে যে, অধিক কঠোরতা বা প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক সময় শয়তান মানুষকে খুবই রাগী বানিয়ে দেয়। **(১২)** ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীর একটি খুবই উত্তম মাধ্যম হল: ঘরে প্রতিদিন অবশ্যই **'ফয়যানে সুন্নাত'** হতে দরস দিন। **(১৩)** আপনার পরিবারের সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করতে থাকুন, কেননা **রাসূলে করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلدُّعَآءُ سِلَاحُ الۡمُؤۡمِنِ "অর্থাৎ দোয়া হলো মুমিনের হাতিয়ার।"[১] **(১৪)** বিবাহিতা ইসলামী বোনেরা, যারা শশুড়বাড়ীতে থাকেন তারা শশুড় বাড়ীকে নিজ বাড়ি এবং শশুড়-শাশুড়ীকে আপন পিতামাতা মনে করে সম্মান করুন, যদি কোন শরয়ী বাধা না থাকে। **(১৫)** মাসায়িলুল কোরআনের ২৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: "প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ সহকারে একবার পড়ে নিন اِنۡ شَآءَ الله সন্তান সন্ততি সুন্নাতের অনুসারী হবে এবং ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরী হবে। দোয়াটি হলো:

[২] { (اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ اَزۡوَاجِنَا وَ ذُرِّیّٰتِنَا قُرَّةَ اَعۡیُنٍ وَّ اجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِیۡنَ اِمَامًا ﴿۷۴﴾ }

(اَللّٰهُمَّ শব্দটি কোরআনি আয়াতের অংশ নয়।)

---

১. আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ২/১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৫৫।

২. কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করো আমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তান সন্ততি হতে চক্ষু সমূহের প্রশান্তি এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের আদর্শ বানাও। (পারা ১৯, সুরা ফোরকান, আয়াত ৭৪)

www.dawateislami.net

(১৬) অবাধ্য সন্তান চাই ছোট হোক কিংবা বড় যখন ঘুমাবে তখন তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নে প্রদত্ত আয়াতটি শুরু ও শেষে একবার দরূদ শরীফ পড়ে শুধুমাত্র একবার এতটুকু আওয়াজে পড়ুন যেন সন্তানের ঘুম ভেঙ্গে না যায়ঃ

{(بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ) بَلۡ هُوَ قُرۡاٰنٌ مَّجِیۡدٌ ﴿۲۱﴾ فِیۡ لَوۡحٍ مَّحۡفُوۡظٍ ﴿۲۲﴾ }[১]

মনে রাখবেন! বয়সে বড় বা বয়স্ক ব্যক্তি যদি অবাধ্য হয়, তবে শুয়ে শুয়ে শিয়রে ওযীফা পড়লে তার জেগে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষত এটা তখনই হয় যখন তার ঘুম গভীর হয় না আর এটা বুঝা খুবই কঠিন যে, শুধু চোখ বন্ধ করে আছে নাকি ঘুমিয়ে আছে, তাই যেখানে ফিতনার আশংকা আছে সেখানে এই আমলটি করবেন না, বিশেষ করে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য এই আমল করবে না। **(১৭)** তাছাড়া অবাধ্য সন্তানকে বাধ্য বানানোর জন্য উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ফজরের নামাযের পর আসমানের দিকে মুখ করে শুরু ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফ পড়ে "یَا شَهِیۡدُ" ২১ বার পড়ুন। **(১৮)** নেকীর কাজ পুস্তিকা অনুযায়ী আমলের অভ্যাস গড়ুন আর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যার মধ্যে অধিক নম্রতা লক্ষ্য করবেন তার উপর যেমন; আপনি যদি পিতা হন তবে সন্তানদের মাঝে অতি নম্রতা ও প্রজ্ঞার সহিত নেকীর কাজের উপর আমল শুরু করান। **আল্লাহ পাকে**র দয়ায় ঘরে মাদানী পরিবর্তন এসে যাবে। **(১৯)** (ইসলামী ভাই) নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিনের কাফেলায়

---

১. কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ বরং তা পূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন কোরআন, লওহে মাহফুযের মধ্যে। (পারা ৩০, সুরা বুরুজ, আয়াত ২১, ২২)

www.dawateislami.net

আশিকানে রাসুলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করে পরিবার পরিজনদের জন্যও দোয়া করুন। কাফেলায় সফরের বরকতে ঘরের সদস্যদের মধ্যে মাদানী পরিবেশ তৈরীর অনেক **'মাদানী বাহার'** শুনা যায়।

সাংগঠনিক মনমানসিকতা কিভাবে বানানো যাবে?

প্রশ্নঃ সাংগঠনিক মনমানসিকতা কাকে বলে, তাছাড়া সাংগঠনিক মানসিকতা কিভাবে বানানো যাবে?

উত্তরঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকাযের পক্ষ থেকে প্রদত্ত মূলনীতি ও শর্তাবলী এবং টিপস অনুযায়ী আমল করাকেই **"সাংগঠনিক মনমানসিকতা"** বলা হয়। সাংগঠনিক মনমানসিকতা বানানোর জন্য মাদানী মারকাযের আনুগত্য খুবই জরুরী। যতক্ষণ পর্যন্ত মাদানী মারকায আপনাকে শরীয়াত অনুযায়ী যেকোন কাজ করতে বলবে, বিনা দ্বিধায় তা করে নিন। যেকোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্তদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আনুগত্যকেই মনে করা হয়। যার মাঝে আনুগত্যের মানসিকতা থাকবে না তবে হতে পারে যে, আনুগত্য বর্জনের অভ্যাসের কারণে এর নির্দেশনারও লঙ্ঘন করে বসবে, যা পালন শরয়ীভাবেও ওয়াজিব। এরূপ দায়িত্বশীলদের গুরুত্ব ধীরে ধীরে সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নিকটও শেষ হতে থাকে। যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তা ভাবনা অনুযায়ী কাজ করতে থাকে তবে এর ক্ষতি সম্মিলিতভাবে সংগঠনকেই সহ্য করতে হবে, সাধারনত প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু নিজের মানসিকতা অনুযায়ী ভাবে, আর মাদানী

www.dawateislami.net

মারকায পুরো পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি রেখে সিদ্ধান্ত নেয়, সুতরাং প্রত্যেকেরই সাংগঠনিক চিন্তা অবলম্বন করে মাদানী মারকাযের প্রদত্ত মূলনীতি ও শর্তাবলী এবং টিপস অনুযায়ী মাদানী কাজ করার চেষ্টা করা উচিৎ।

সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী মাদানী কাজ করুন

মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ইমামদেরও উচিৎ যে, তারাও যেনো মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী মাদানী কাজ করে। নিজের বয়ান সমূহ সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিবাচকভাবে করুন, اِنْ شَآءَ الله এর বরকত আপনি নিজেই দেখবেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিষ্ঠার পূর্বে যখন আমি বাবুল মদীনার (করাচী) মিঠাদর এলাকার **"নূর মসজিদে"** ইমামতি করতাম, তখন আমার বয়ান করার পদ্ধতিও বর্তমান সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী ছিলো না, তখন আমার বয়ান শ্রবণকারীর সংখ্যাও হাতেগোনা কয়েকজনই ছিলো। অতঃপর যখন আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** শুরু হলো তখন আমি আমার বয়ানের পদ্ধতি পরিবর্তন করে ইতিবাচক ও সংশোধন মূলক পদ্ধতি অবলম্বন করলাম, যার বরকতে লোকেরা ধীরে ধীরে আমার কাছে আসতে লাগলো এবং কাফেলা বাড়তে লাগলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ দুনিয়া জুড়ে সাড়া জাগাচ্ছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের শুরু একটি মসজিদ থেকে হয়েছিলো এবং একটি মসজিদের ইমামই শুরু করেছিলো। মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ইমামদের উচিৎ

www.dawateislami.net

যে, তারা যেনো সাংগঠনিক মনোভাব গ্রহণ করে মাদানী মারকাযের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী নিজের এলাকায় মাদানী কাজের সাড়া জাগায়। সাপ্তাহিক সুন্নাত ভরা ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে, তাছাড়া সপ্তাহে একদিন এলাকায়ী দাওরায় অংশগ্রহণ করে। দরস ও বয়ানে উৎসাহ প্রদান করে, এক একজনকে বুঝিয়ে প্রতিমাসে তিনদিনের সুন্নাতের প্রশিক্ষণের কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে নিজেও সফর করা এবং অপরকেও সফর করানো, اِنْ شَآءَ الله **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের সাড়া পড়ে যাবে।

ফরদ কায়েম রাবতে মিল্লাত সে হে তানহা কুছ নেহী,
মৌজ হে দরিয়া মে অউর বেরুনে দরিয়া কুছ নেহী।

পরীক্ষার পরিবর্তে নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন

প্রশ্ন: "অমুকের রোগ আমার হয়ে যাক এবং সে যেনো সুস্থ হয়ে যায়" এরূপ দোয়া করা কেমন?

উত্তর: কোন বিপদগ্রস্থ বা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখে নিরাপত্তার দোয়া করা উচিৎ, কেননা **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন বিপদে লিপ্ত লোককে দেখে এটা বললো: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی كَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیْلًا (অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ পাকে**র জন্য, যিনি আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন যে বিপদে আপনাকে ফেলেছেন আর আমাকে **তাঁর** অনেক সৃষ্টির উপর মর্যাদা দিয়েছেন।) তবে সেই ব্যক্তি যতদিন জীবিত থাকবে, এই বিপদ থেকে নিরাপদ

www.dawateislami.net

থাকবে।[১] অপর এক হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: **আল্লাহ পাকের** নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন প্রার্থনাই নাই।[২]

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খোস পাঁচড়া হয়েছিলো, তখন দিনরাত রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে, এমনকি ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন হাদীস পড়াতে বসতেন তখন মাটির পাত্র তাঁর নীচে রাখা হতো, এতে রক্তের ফোঁটা পড়তো। একদিন ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দোয়া করলেন: "হে **আল্লাহ**! যদি এতে তোমার সন্তুষ্টি থাকে তবে তা আরো বৃদ্ধি করে দাও।" এই কথাটি তাঁর শায়খ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুসলিম বিন খালিদ যানজি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শুনলে তাকে সতর্ক করে বললেন: হে মুহাম্মদ! এরূপ বলো না। বরং **আল্লাহ পাকের** নিকট নিরাপত্তার দোয়া প্রার্থনা করো, কেননা আমি এবং তুমি বিপদ সহ্য করার (অর্থাৎ পরীক্ষা ও যাচাই বাচাইয়ের) উপযুক্ত নই।[৩]

অনেক সময় মানুষ নিজের জন্য বা অন্য কারো জন্য কোন পরীক্ষা প্রার্থনা করে থাকে অতঃপর যখন পরীক্ষায় লিপ্ত করে দেয়া হয় তখন ধৈর্যধারন করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে যায়, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা সামনুন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার নিজের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনা করে এই শের বললেন:

وَلَيْسَ لِيْ فِيْ سِوَاكَ حَظٌّ فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِيْ

১. সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৭২, হাদীস নং- ৩৪৪২।
২. সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাব(তা:৮৯) ৫/৩০৬, হাদীস নং- ৩৫২৬।
৩. তাম্বিহুল মুগতারিন, আল বাবুল আউয়াল মিন আখলাকিস সলফিস সালেহ..., ৪৫ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

অর্থাৎ আমার জন্য তুমি ছাড়া কোন অংশ নেই, ব্যস তুমি যেভাবে চাও আমাকে যাচাই করে নাও।

এরপর হযরত সায়্যিদুনা সামনুন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোষ্টকাঠিন্য রোগে আক্রান্ত হলেন এবং (কষ্টের অতিশার্য্যে) মাদরাসার দরজায় যেতেন এবং শিশুদের বলতেন: তোমাদের মিথ্যুক চাচার জন্য দোয়া করো।[১] সুতরাং বিপদ ও রোগে আক্রান্ত মানুষকে দেখে **"অমুকের রোগ আমার হয়ে যাক এবং সে সুস্থ হয়ে যাক"** বলার পরিবর্তে **আল্লাহ পাকের** নিকট তার সুস্থতা এবং নিজের জন্য নিরাপত্তার দোয়া করা উচিৎ। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে জাহেরী ও বাতেনী, শারীরিক ও রূহানী রোগ বালাই দূর করে আমাদের সুস্বাস্থ্য, আরোগ্য, নিরাপত্তা এবং নেকী সমৃদ্ধ জীবন দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

"আপনাকে আমার বয়স দিয়ে দেয়া হোক" বলা কেমন?

প্রশ্ন: "আপনাকে আমার বয়স দিয়ে দেয়া হোক" বলা কেমন?

উত্তর: কাউকে এরূপ বলা যে, "আপনাকে আমার বয়স দিয়ে দেয়া হোক" এতে সমস্যা নেই, কেননা এতে প্রেম ও ভালবাসার বর্হিঃপ্রকাশ এবং দীর্ঘজীবি হওয়ার দোয়াই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে এর পরিবর্তে এভাবে বলা অধিক উত্তম যে, **"আল্লাহ পাক** আপনাকে কল্যাণময় দীর্ঘ হায়াত দান করুক" কেননা **আল্লাহ পাক** কারো বয়স না কমিয়েও অন্য কাউকে দীর্ঘ হায়াত দান করাতে নিঃসন্দেহে ক্ষমতাবান এবং বান্দার দোয়ার কারণে বয়স

১. ইহইয়াউল উলুম, কিতবুস সবরে ওয়াশ শুকর, ৪/১৬৫।

www.dawateislami.net

কমে ও বৃদ্ধিও পেয়ে থাকে, যেমনটি প্রসিদ্ধ মফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর বয়স এক হাজার বছর ছিলো (আর দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বয়স ছিলো ষাট বছর), তিনি (অর্থাৎ আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **আল্লাহ পাকে**র দরবারে) আরয করলেন: আমার বয়স নয়শত ষাট বছর এবং দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বয়স পুরো একশত বছর করে দাও। এই দোয়া **আল্লাহ পাক** কবুল করে নিলেন। জানতে পারলাম যে, নবীর দোয়ায় বয়স কম বেশি করা হয়, তাঁদের শান তো অনেক উচ্চ, শয়তানের দোয়ায় তার বয়স বেড়ে গেলো যে, সে আরয করেছিলো:

رَبِّ فَاَنْظِرْنِیْۤ اِلٰى یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ﴿۷۹﴾

(পারা ২৩, সূরা সোয়াদ, ৭৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ‘হে আমার **রব**! এমনি হলে তুমি আমাকে অবকাশ দাও ওই দিন পর্যন্ত, যেদিন উঠানো হবে’।

আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করে ইরশাদ করলেন:

فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ﴿۸۰﴾

(পারা ২৩, সূরা সোয়াদ, ৮০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ‘তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত;

(فَاِنَّكَ) এর “ف” দ্বারা জানতে পারলাম যে, এই অতিরিক্ত বয়স দোয়ার কারণে হয়েছে। আর বাকী রইলো ঐ আয়াতে করীমা:

اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا یَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا یَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿۴۹﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, ৪৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন তাদের প্রতিশ্রুতি আসবে তখন একটা মুহূর্ত না পিছনে হটবে, না সামনে বাড়বে।

www.dawateislami.net

তা এই হাদীসের পরিপন্থি নয়, কেননা আয়াতে **আল্লাহ পাকের** জ্ঞানের উল্লেখ রয়েছে এবং এখানে তাকদীরে মুয়াল্লাক তথা অস্থায়ী তাকদীরের লিখনীর উল্লেখ অথবা আয়াতের উদ্দেশ্য হলো যে, কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় তার বয়স কম বেশি করতে পারে না এবং হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, বান্দার দোয়ার মাধ্যমে **আল্লাহ পাক** বয়স কমিয়ে বাড়িয়ে দেন। ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মৃতদের জীবিত করতেন, তাঁর দোয়ার ফলে তাদের নতুন বয়স অর্জিত হয়ে যেতো, সত্যই যে, দোয়ার ফলে তাকদীর পরিবর্তন হয়ে যায়।[১]

কোন কোন বুযুর্গ থেকে খেলাফত পেয়েছেন?

প্রশ্ন: হুযুর! আপনি কোন কোন বুযুর্গ থেকে খেলাফত অর্জন করেছেন?

উত্তর: (শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ! আমি চারটি সিলসিলারই (অর্থাৎ সিলসিলায়ে কাদেরীয়া, চিশতীয়া, নকশবন্দিয়া এবং সোহরাওয়ার্দীয়া) বুযুর্গ থেকে খেলাফত অর্জন করেছি। সর্বপ্রথম হযরত আল্লামা হাফিয আব্দুস সালাম ফতেহপুরী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি কুত্বে মদীনা হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওকীল ও খলিফা ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কলম্বোতে (শ্রীলঙ্কা) এগারো রবিউল আখির ১৩৯৯ হিজরী অনুযায়ী ১০ মার্চ ১৯৭৯ সালে আমাকে নিজের খেলাফত এবং সায়্যিদী কুত্বে মদীনা হযরত মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওকালত প্রদান করেন। অতঃপর মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান,

১. মিরাতুল মানাজিহ, ১/১১৮-১১৯।

www.dawateislami.net

ওয়ারুল মিল্লাত হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ওয়াকারুদ্দীন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও খেলাফত প্রদান করেন, বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক, ফকীহে আযম ভারত মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সালাসিলে আরবায়িয়া কাদেরীয়া, চিশতীয়া, নকশবন্দিয়া এবং সোহরাওয়ার্দীয়া এর খেলাফত এবং কিতাব ও হাদীস ইত্যাদির অনুমতিও প্রদান করেন, এছাড়াও জানশিনে সায়্যিদী কুত্বে মদীনা হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান আশরাফী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও নিজের খেলাফত এবং অর্জিত সনদ ও অনুমতি দ্বারা ধন্য করেন।

সিলসিলায়ে কাদেরীয়ায় বাইয়াত করানোর কারণ

প্রশ্ন: চার সিলসিলায় খেলাফত অর্জিত হওয়ার পরও আপনি শুধুমাত্র সিলসিলায়ে কাদেরীয়াতেই বাইয়াত করান, এর কারণ কি?

উত্তর: (শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) সিলসিলায়ে কাদেরীয়ায় বাইয়াত করানোর একটি কারণ তো এটাই যে, এই সিলসিলা অন্যান্য সিলসিলা থেকে উত্তম, যেমনটি আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিঃসন্দেহে সম্মানিত কাদেরী খান্দান সকল খান্দানের চেয়ে উত্তম, কেননা হুযুর সায়্যিদুনা গাউসুল আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হলেন আফযালুল আউলিয়া ও ইমামুল উরাফা এবং সৈয়্যদুল আফরাদ ও কুত্বে ইরশাদ।[১]

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৬৮।

www.dawateislami.net

দ্বিতীয় কারণ হলো, আমার পর্যবেক্ষন যে, শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া এর সকল ওযীফা সকল ইসলামী ভাই পরিপূর্ণ পাঠ করতে পারে না, তো যখন চার সিলসিলায় বাইয়াত করাবো তখন চার সিলসিলারই ওযীফা কিভাবে পাঠ করবে? সুতরাং চার সিলসিলায় বাইয়াত হওয়ার ইচ্ছার পরিবর্তে উত্তম হলো যে, "يَكْ دَرْگِيْر مُحْكَمْ گِيْر অর্থাৎ একটি দরজাই ধরো এবং শক্তভাবেই ধরো" এর উপর আমল করে একই সিলসিলায় বাইয়াত গ্রহণ করে এর সকল ওযীফা পাঠ করা। প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উচিৎ যে, তারা যেনো নেকীর কাজ পুস্তিকার উপর আমল করে শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়ীয়ার ওযীফা সমূহ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নেয়, اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য বরকত নসীব হবে।

কাদেরী কর কাদেরী রাখ কাদেরীয়ুঁ মে উঠা
কদরে আব্দুল কাদির কুদরত নূমা কে ওয়াস্তে (হাদায়িকে বখশীশ)

বাল্যকালে খেলাফত

প্রশ্নঃ হুযুর! কেউ কি বাল্যকালেও খেলাফত অর্জন করেছে?

উত্তরঃ অনেক মাশায়িখে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এমন রয়েছে, যাঁরা বাল্যকালেই খেলাফত অর্জন করেছেন। এই মনিষীদের মধ্যে একজন হলেন শাহাজাদায়ে আলা হযরত মুফতীয়ে আযম হিন্দ হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও, যিনি দুধ পান করার বয়সেই খেলাফত অর্জন করেছিলেন। সুতরাং যখন তার বয়স ছয় মাস ছিলো তখন হযরত শাহ আবুল হুসাইন আহমদ নূরী মিয়া মারহিরুভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বেরেলী তাশরীফ

www.dawateislami.net

নিয়ে আসেন, হযরত মুফতীয়ে আযমকে কোলে নিয়ে মুরীদ করেন, অতঃপর তাঁর থুথু মোবারক শাহাদত আঙ্গুলে নিয়ে নবজাতকের মুখে দিয়ে অনেক্ষণ ধরে দোয়া করতে থাকেন এবং বারাকাতী খান্দানের তেরটি সিলসিলার অনুমতি ও খেলাফত প্রদান করেন। তিনি বলেন: শিশুটি মাদারজাত অলী, ফয়যের নদী প্রবাহিত করবে।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কামিলিনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ও অনন্য শান, সেই পবিত্র মনিষীদের উপর **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে ভবিষ্যতে সংগঠিত অবস্থা ও ঘটনাবলী প্রকাশ হয়ে যায় এবং এই মনিষীরা পূর্ব থেকেই এই অবস্থা ও ঘটনাবলীর সংবাদ দিয়ে দেন, যেমনটি অলীয়ে কামিল হযরত শাহ আবুল হুসাইন আহমদ নূরী মিয়া মারহিরুভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শাহাজাদায়ে আলা হযরত সম্পর্কে পূর্ব থেকেই বলে দিয়েছিলেন। অতএব তাঁর প্রদত্ত অদৃশ্যের সংবাদের সত্যতা দুনিয়া তখনই দেখেছে, যখন শাহজাদায়ে আলা হযরত, হুযুর মুফতীয়ে আযম হিন্দ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হিদায়তের উজ্জল নক্ষত্র হয়ে বিলায়তের আকাশে চমকে উঠলেন এবং লাখো অন্ধকারময় পথে বিভ্রান্তদের সঠিক পথের দিশা দিলেন। এই খেদমতের বদৌলতেই ওলামায়ে কিরামগণ তাঁকে **"মুফতীয়ে আযম ভারত"** উপাধী দ্বারা ভূষিত করেন।

মুফতীয়ে আযম বড়ি সরকার হে, জবকে আদনা সা গাদা আত্তার হে।
মুফতীয়ে আযম সে হাম কো পেয়ার হে, اِنْ شَآءَالله আপনা বেড়া পাড় হে।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

১. জাহানে মুফতীয়ে আযম, ১৮৩ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

আউলিয়ায়ে কিরামদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে?

প্রশ্ন: আউলিয়ায়ে কিরামরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ও কি ইলমে গাইব জানেন?

উত্তর: জি হ্যাঁ! **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام ফয়যানে আউলিয়ায়ে কিরামরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ও ইলমে গাইব জানেন এবং তাঁরা অদৃশ্যে সংবাদ জানিয়ে থাকেন। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আখবারুল আখইয়ারে হুযুর গাউসে পাক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর এই বাণীটি উদ্ধৃতি করেন: যদি শরীয়াত আমার মুখে লাগাম না দিতো, তবে আমি তোমাদের জানিয়ে দিতাম যে, তোমরা ঘরে কি খেয়েছো এবং কি রেখেছো? আমি তোমাদের জাহির ও বাতিন সম্পর্কে জানি, কেননা তোমরা আমার দৃষ্টিতে (এপার ওপার দৃশ্যমান) কাঁচের মতোই।[১]

হযরত সায়্যিদুনা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার সম্মানিত পিতা হযরত শাহ আব্দুর রহীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: আমি একবার খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নূরানী মাযারের যিয়ারতের জন্য গেলাম। তাঁর রূহ মুবারক প্রকাশ পেলো এবং বললেন: "তোমার ঘরে সন্তান জন্ম নিবে, তার নাম কুতুবুদ্দীন আহমদ রেখো।" যেহেতু বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে গিয়েছিলাম তাই মনে করলাম হয়তো এই বাণীর উদ্দেশ্য আমার সন্তানের সন্তান (অর্থাৎ নাতি) হবে। খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার এই মনের অবস্থাও দ্রুত জেনে

১. আখবারুল আখইয়ার, ১৫ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

গেলেন এবং বললেন: "আমার উদ্দেশ্য এটা নয় বরং সেই সন্তান তোমার ঔরসেই হবে।" শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব আরো বলেন: সম্মানিত পিতা অনেকদিন পর অপর এক মহিলাকে বিবাহ করলেন, তখন এই শব্দ রচয়িতা নগন্য ওয়ালিউল্লাহর জন্ম হয়। প্রথমদিকে এই ঘটনা মনে না থাকার কারণে ওয়ালিউল্লাহ নাম রেখে দেন এবং কিছুদিন পর যখন স্মরণ এলো তখন অপর নাম (খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী অনুযায়ী) কুতুবুদ্দীন আহমদ রাখেন।[১]

লওহে মাহফুয আউলিয়া কিরামের চোখের সামনেই

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় **আল্লাহ পাক প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামদেরকেও এই মর্যাদা দান করেছেন। এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "সে পুরুষ নয় যে সমস্ত পৃথিবীকে হাতের তালুতে দেখবে না।" তিনি সত্যই বলেছেন, নিজের মর্যাদাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর পরে হযরত শায়খ বাহাউল মিল্লাতি ওয়াদ্দীন নকশবন্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি বলছি পুরুষ সে নয়, যে পুরো জগতকে বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের ন্যায় দেখবে না।" এবং যারা বংশগতভাবে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদা এবং সম্পর্কে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন গোলাম। হুযুর সায়্যিদুনা গাউসে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কসীদায়ে গাউসিয়া শরীফে বলেন:

১. আনফাসুল আরেফিন, ৭৯ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

نَظَرْتُ اِلٰى بِلَادِ اللّٰهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ عَلٰى حُكْمِ اتِّصَالٍ

অর্থাৎ "আমি **আল্লাহ পাকের** সকল শহরকে শষ্য দানার ন্যায় অবলোকন করি।" আর এই দেখা কোন বিশেষ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো না বরং عَلَى الْاِتِّصَال (অর্থাৎ লাগাতার) এরই হুকুমে এবং বলেন: "اِنَّ بُؤْبُؤَةَ عَيْنِىْ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ অর্থাৎ আমার চোখের মনি লওহে মাহফুযে লেগে আছে।" লওহে মাহফুয কি? এ সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿۵۳﴾
(পারা ২৭, সূরা কমর, ৫৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ছোট বড় সকল কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এবং ইরশাদ করেন:

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ
(পারা ৮, সূরা আনআম, ৩৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি এ কিতাবের মধ্যে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি।

এবং আরো ইরশাদ করেন:

وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿۵۹﴾
(পারা ৮, সূরা আনআম, ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এমন কোন সতেজ ও শুষ্ক বস্তু নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।

আর যখন লওহে মাহফুযের এই অবস্থা যে, এতে সমস্ত কুল-কায়েনাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু সংরক্ষিত আছে, তাই যার এসম্পর্কে জানা আছে, নিঃসন্দেহে তার সমস্ত জগত সম্পর্কেই জানা থাকেব।[১] হযরত মাওলানা রুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মসনভী শরীফে বলেন:

লওহে মাহফুয আসত পেশে আউলিয়া, আয ছে মাহফুয আসত মাহফুয আয খতা।

১. মলফুযাতে আলা হযরত, ৮১ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

অর্থাৎ লওহে মাহফুয আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام চোখের সামনেই থাকে এবং যা কিছু এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে তা ভুল থেকে মুক্ত।

সায়্যিদী কুত্বে মদীনার নিকট বাইয়াত

প্রশ্নঃ সায়্যিদী কুত্বে মদীনা হযরত মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আপনি কিভাবে বাইয়াত হয়েছেন?

উত্তরঃ (শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি আমার শুরু থেকেই প্রবল ভক্তি ও ভালবাসা ছিলো, এই ভক্তি ও ভালবাসার কারণে আমার আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সিলসিলায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তখন যদিও শাহজাদায়ে আলা হযরত মুফতীয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জীবিত ছিলেন কিন্তু তাঁর নিকট বাইয়াত হলে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার দাদা পীর হতেন না, কারণ হুযুর মুফতীয়ে আযম ভারত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ ছিলেন না বরং আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের উভয় শাহজাদাকে অলীয়ে কামিল হযরত সায়্যিদুনা শাহ আবুল হাসান আহমদ নূরী মিয়া মারহিরুভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ করিয়ে ছিলেন। তখন অন্যান্য মাশায়িখে আহলে সুন্নাতও কম ছিলোনা, কিন্তু মুরীদ হওয়ার জন্য শায়খুল ফযীলত, আফতাবে রযবীয়ত, মুরীদ ও খলিফায়ে আলা হযরত, মেজবানে মেহমানানে মদীনা, কুতবে মদীনা হযরত আল্লামা

www.dawateislami.net

মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যক্তিত্ব মনযোগের কেন্দ্র ছিলো, কেননা এই সম্মানিত ব্যক্তিত্বর আঁচল ধরেই একজনের মাধ্যম হয়েই আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত হওয়া যাবে এবং এই **"মনিষী"**র একটি আকর্ষণ এটাও ছিলো যে, তাঁর উপর সরাসরি সবুজ গম্বুজের ছায়াও পড়েছিলো অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারাতেই زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا তাঁর আবাস ছিলো। যখন আমি তাঁর নিকট বাইয়াত হওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন একজন বন্ধু বললো যে, তুমি তো কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেখোইনি, না দেখে শায়খের ধ্যান কিভাবে করবে? তখন উত্তরে অজান্তেই আমার মুখ দিয়ে এই শব্দ বেরিয়ে এলো যে, কামিল শায়খ তো স্বপ্নেও যিয়ারত করাতে পারেন! (কিন্তু এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, স্বপ্নে যদি কোন পীর সাহেবের যিয়ারত না হয় তবে তিনি কামিল পীর নন।) اَلْحَمْدُ لِلّٰه সেই রাতেই আমি বুযুর্গের যিয়ারত করলাম, তাঁর আকৃতি যখন আমি খলিফায়ে কুত্বে মদীনা হযরত মাওলানা ক্বারী মুসলেহুদ্দীন কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সামনে বর্ণনা করলাম তখন তিনি নিশ্চিত করলেন যে, সেই যিয়ারতকারী বুযুর্গ সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন। আমার ভক্তি আরো বেড়ে গেলো এবং আমি মুরীদ হওয়ার জন্য মদীনার যিয়ারতকারীদের হাতে কয়েকটি চিঠি প্রেরণ করলাম, কিন্তু সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পক্ষ থেকে এরূপ উত্তর আসতো যে, আমি এভাবে মুরীদ করাই না, যদি তার আগ্রহ থাকে তবে স্বয়ং সে আসবে। আগ্রহ তো ছিলো কিন্তু সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য ছিলো না। আর এই দ্বিধা-দ্বন্ধে এক বছর

www.dawateislami.net

পাঁচদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। অতঃপর একবার স্বপ্নে সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর যিয়ারত হলো, আমার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেয়ে গেলো যে, মুরীদও করাচ্ছে না আর যিয়ারতও করিয়ে যাচ্ছে। অতঃপর পরদিন একজন মদীনার যিয়ারতকারীর চিঠির মাধ্যমে আমি সুসংবাদ পেলাম যে, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমাকে সহ আরো কয়েকজন ব্যক্তিকে মুরীদ বানিয়ে নিয়েছেন।

যিয়া পীর ও মুর্শীদ মেরে রেহনুমা হে, সুরুরে দিল ও জাঁ মেরে দিলরুবা হে।
মুনাওয়ার করেঁ কলবে আত্তার কো ভী, শাহা! আ'প দ্বীনে মুবীঁ কি যিয়া হে।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

বাইয়াত হওয়ার উদ্দেশ্য

প্রশ্নঃ পীরে কামিলের নিকট বাইয়াত কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ পীরে কামিলের নিকট বাইয়াত হওয়ার উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ যে, তাঁর মাধ্যমে ঈমানের হিফাযত হোক এবং আখিরাতের কাজে তাঁর নির্দেশনা এবং বাতেনী মনযোগের বরকতে **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি মূলক কাজ থেকে বিরত থেকে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন অতিবাহত করার সৌভাগ্য নসীব হোক। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকেরা **"পীর মুরিদী"** এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাকে শুধুমাত্র দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে রেখেছে। অসংখ্য বদ আকীদা এবং পথভ্রষ্ট লোকেরাও তাসাউফের বাহ্যিক চাদর জড়িয়ে মানুষের দ্বীন ও ঈমানকে নষ্ট করছে, সুতরাং মুরীদ হওয়ার সময় কামিল মুর্শিদের

www.dawateislami.net

নিদর্শন সমূহের প্রতি সজাগ থাকা আবশ্যক, যাতে বাইয়াত হওয়ার উদ্দেশ্য পূরণ হয় এবং সেই সম্মানিত মনিষীদের বরকত দ্বারা আখিরাতের সফরের গন্তব্য সহজ হয়।[১]

সমস্যা সমাধান না হলে পীর পরিবর্তন করা ঠিক নয়

আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমান যুগে বাইয়াত আখিরাতের সফরে গন্তব্য সহজিকরনের পরিবর্তে শুধুমাত্র দুনিয়াবী উদ্দেশ্যের জন্যই করা হয়। বাইয়াত হওয়ার পর পীর সাহেবের পক্ষ থেকে চাকরী বা দুনিয়াবী পদমর্যাদা পাওয়া অবস্থায় পীর সাহেবকে বাহবা দেয়া হয় কিন্তু অসুস্থতা, অভাব, বেকারত্বতা এবং অন্যান্য সমস্যা দূর না হওয়া অবস্থায় পীর সাহেব কামিল হওয়ার প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যেতে থাকে আর অনেকে তো অতিষ্ট হয়ে বাইয়াতও পর্যন্ত ভঙ্গ করে দেয়। (শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) একবার এক ব্যক্তি আমার নিকট এলো, সাক্ষাতে বলতে লাগলো যে, আমি অমুক পীর সাহেবের মুরীদ ছিলাম, তিনি আমার সমস্যার সমাধান করেননি, তাই আমি তার বাইয়াত ভঙ্গ করে দিয়েছি, আপনি আমাকে আপনার মুরীদ বানিয়ে নিন। আমি তাকে বুঝালাম যে, দুনিয়াবী সমস্যা সমাধানের জন্য কাউকে পীর বানানো

---

১. আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এরূপ ব্যক্তির নিকট বাইয়াত করার হুকুম রয়েছে, যার মাঝে কমপক্ষে চারটি শর্ত বিদ্যমান থাকে: এক. সুন্নী বিশুদ্ধ আকীদা সম্পন্ন হওয়া। দুই. ইলমে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞাত। তিন. ফাসিক না হওয়া (অর্থাৎ প্রকাশ্যে গুনাহ না করা)। চার. তার সিলসিলা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত সম্পর্কীত হওয়া। যদি এর মধ্য একটিও কম হয়, তবে তার হাতে বাইয়াত হওয়া জায়িয নেই। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬০৩)

www.dawateislami.net

হয় না বরং পীর বানানোর উদ্দেশ্য হলো যে, ঈমানের হিফাযত করা, অতএব দুনিয়াবী সমস্যা সমাধান না হওয়ার কারণে পীর পরিবর্তন করা ঠিক নয়।

অপরের ফয়েযকেও নিজের মুর্শিদেরই ফয়েয মনে করুন

বাইয়াত হওয়ার পর যদি সমস্যা সমাধান না হয় এবং রোগ-বালাই ও কষ্ট দূর না হয় তবে বিরক্ত হওয়ার পরিবর্তে এভাবে মানসিকতা তৈরী করা উচিৎ যে, হয়তো আমার জন্য এতেই কল্যাণ রয়েছে, হতে পারে যে, এই সামান্য সমস্যার বদৌলতে বড় বড় বিপদ দূর হয়ে যাচ্ছে। যা কিছু ফয়েয পাচ্ছেন তা নিজের পীরের সদকাতেই মনে করুন, যদি অন্য কোন বুযুর্গ থেকে ফয়েয পান তবুও তা নিজের মুর্শিদেরই ফয়েয মনে করুন। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা লক্ষ্য করুন। হযরত সায়্যিদুনা নিজামুল হক ওয়াদ্দীন মাহবুবে ইলাহী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে তিনজন দরবেশ উপস্থিত হলে তাদের মধ্যে একজনকে হযরত নিযাম উদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর বুকের সাথে জড়িয়ে নিলেন এবং যা কিছু বাতেনী ফয়েয দেয়ার ছিলো তা দান করে দিলেন। এতে সেই দরবেশ উল্লাসে দুলতে লাগলো আর বলতে লাগলো যে, আমার মুর্শিদে কামিল আমাকে নেয়ামত দান করেছেন। উপস্থিতিরা তাকে বলতে লাগলেন: নির্বোধ! যা কিছু তুমি পেয়েছো তা তো হযরত মাহবুবে ইলাহী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরই দান। আর তুমি তো একেবারেই খালি এসেছিলে। তখন সেই কলন্দর বললেন: "নির্বোধ তোমরাই, যদি পীর ও মুর্শিদ আমার প্রতি দৃষ্টি প্রদান না করতেন, তবে হযরত নিযাম উদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি কেনইবা দিবেন, তা ঐ

www.dawateislami.net

দৃষ্টিরই ফল।” এতে নিযাম উদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: সে সত্য বলছে। অতঃপর বললেন: ভাইয়েরা! মুরীদ হওয়া এর থেকে শিখো।[১]

ব্যস পীর কি জানিব হি মেরা দিল ইয়ে লাগা হো,
ইস দিল মে সিওয়া পীর কে কোয়ী না বাসা হো।

শরীয়াত ও তরীকত একই

প্রশ্ন: শরীয়াত ও তরীকত কি দু'টি আলাদা আলাদা পথ?

উত্তর: শরীয়াত ও তরীকত দু'টিকে আলাদা আলাতা পথ মনে করা ভুল। কিছু মূর্খ নিজেকে নামায ও রোযা এবং শরীয়াতের অন্যান্য বিধান থেকে পৃথক মনে করে আর এমন কথাবার্তা বলতে শুনা যায় যে, শরীয়াতের বিধান তো **আল্লাহ পাক** পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম ছিলো আর আমি তো **আল্লাহ পাক** পর্যন্ত পৌঁছে গেছি, এখন আমার আর শরীয়াতের কেন প্রয়োজন? আমি তো তরীকতের পথে চলছি। এরূপ লোকদের সুধরে যাওয়া উচিৎ, কেননা এরূপ তরীকত যা শরীয়াত থেকে আলাদা, তা **আল্লাহ পাক** পর্যন্ত নয় বরং শয়তান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে, জান্নাত পর্যন্ত নয় বরং জাহান্নামে নিয়ে যাবে। অতএব আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শরীয়াত ও তরীকত একটি অপরটি থেকে পৃথক এবং ভিন্ন পথের নাম নয় বরং শরীয়াতের আনুগত্য ছাড়া **আল্লাহ পাক** পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব। শরীয়াত বলা হয় পথকে আর শরীয়াতে মুহাম্মদীয়ার

১. মলফুযাতে আলা হযরত, ৬৫ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

অর্থ হলো **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পথ এবং এই সকল বিধান শরীর ও প্রাণ, রূহ ও অন্তর এবং সকল উলুমে ইলাহীয়া ও মা'রিফে নামুতনাহিয়ার সমষ্টি, যার এক একটি টুকরোর নাম তরীকত ও মারিফত।

অনুরূপভাবে তরীকতও পথের নাম, পৌঁছে যাওয়া নয়, এখন যদি তা শরীয়াত থেকে পৃথক হয় তবে তা **আল্লাহ** পর্যন্ত নয় বরং শয়তান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, জান্নাত পর্যন্ত নয় বরং জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কেননা শরীয়াত ছাড়া সকল পথকেই কোরআনে আযীম বাতিল ও অভিশপ্ত ইরশাদ করে দিয়েছে। জানতে পারলাম যে, তরীকত এই শরীয়াত এবং এই আলোকিত পথেরই একটি অংশ। এতে যা কিছু প্রকাশ পায় তা শরীয়াতেরই আনুগত্যের সদকায়, অন্যথায় শরীয়াতের আনুগত্য ছাড়াও বড় বড় কাশফ রাহিবগণকে, যুগীদেরকে এবং সন্যাসীদেরকে দেয়া হয়। সুতরাং সায়্যিদুত তায়িফা হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আরয করা হলো যে, "কিছু মানুষ মনে করে যে, শরীয়াতের বিধান তো **আল্লাহ পাক** পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম ছিলো এবং আমরা পৌঁছে গেছি, এখন আমাদের শরীয়াতের আর কি প্রয়োজন?" বললেন: তারা সত্যই বলে, তারা আসলেই পৌঁছে গেছে, কিন্তু কোথায়? জাহান্নামে। চোর এবং যেনাকারীরা এরূপ আকীদা সম্পন্নদের চেয়েও উত্তম। (অতঃপর নিজের সম্পর্কে বলেন যে, আমি) যদি হাজার বছর জীবিত থাকি তবে ফরয ও ওয়াজিব তো অনেক বড় বিষয়, যে সকল মুস্তাহাব নির্ধারন করে দেয়া হয়েছে, বিনা অপারগতা ব্যতীত এতে কমতি করবো না।[১]

১. আল ইয়াকুত ওয়াল জাওয়াহির, আল মাবহাস আল সাদিস ও ইশরুনা..., ১/২০৬।

www.dawateislami.net

গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পর যদি শরীয়াতের আনুগত্য আবশ্যক ও প্রয়োজন না হতো তবে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বান্দেগী ও শরীয়াতের আনুগত্য বর্জনে সবচেয়ে অগ্রগামী হতেন, কিন্তু বিষয়টি কখনো এরূপ নয় বরং যত বেশি **আল্লাহ**র নৈকট্য অর্জিত হয় শরীয়াতের লাগাম আরো বেশি মজবুত হয়ে যায়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সারা রাত ইবাদত ও নফল ইবাদতে লিপ্ত এবং উম্মতের গুনাহের জন্য কান্নাকটি ও বিষন্ন থাকতেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায তো **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ফরয ছিলোই, তাহাজ্জুদের নামাযও **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর আবশ্যক বরং ফরযই করে দেয়া হয়েছিলো, আর উম্মতের জন্য তা সুন্নাতই রয়েছে।[১][২] **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে নফস ও শয়তানের চক্রান্ত থেকে নিরাপদ রেখে শরীয়াত ও সুন্নাত অনুযায়ী নিজের জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হার কাম শরীয়াত কে মুতাবিক মে করোঁ কাশ!
ইয়া রব তু মুবাল্লিগ মুঝে সুন্নাত কা বানা দেয় (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

---

১. ফতোওয়ায়ে রবযীয়া, ২৯/৩৮৮-৩৮৯।

২. আরো বিস্তারিত জানার জন্য আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর লিখিত **"শরীয়াত ও তরীকত"** পুস্তিকা এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিখ্যাত কিতাব **"কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** এর ৩৩৭-৩৪১ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন। اِنْ شَآءَ الله জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। এই দু'টি কিতাব দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করুন। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামী বিচ্ছিন্নদের মিলিয়ে দেয়

প্রশ্নঃ যদি কোন ইসলামী ভাই বা সাধারন যুবক ঘর থেকে পালিয়ে আপনার নিকট এসে যায় তবে আপনি কি করেন?

উত্তরঃ এরূপ অনেক লোক ঘর থেকে পালিয়ে আমার কাছে আসে এবং নিজ নিজ দুঃখের কাহিনী শুনায়। কেউ বলে যে, আমার সাথে ঘরের লোকেরা এমন করেছে, কেউ বলে আমার সাথে ঘরের লোকেরা তেমন করেছে, মোটকথা প্রত্যেকেই নিজের অত্যাচারিত ও নির্দোষ হওয়ার কান্না করে থাকে, অতঃপর যখন তাদের সাথে পাল্টা প্রশ্ন (Cross Qustions) করা হয়, তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই নিজের ভুল এবং অলসতা সামনে এসে যায়, যেমন; তারা পরিবারের সাথে রাগের বশবর্তী হয়ে ঝগড়া করে, বকবক করে এবং মারামারি করে পালিয়েছে। এরূপ লোকদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে কখনোই আশ্রয় দেয়া হয়না বরং তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে, পিতামাতার হক বর্ণনা করে এবং তাদের আদর ভালবাসার কথা স্মরন করিয়ে পরিবারের সাথে মিলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। (শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) অনেকবার আমি এরূপ ইসলামী ভাইদের বুঝিয়ে তাদের পিতামাতার জন্য এরূপ সুপারিশ নামাও লিখেছি যে, "সে আপনাদের সন্তান, রাগের বশবর্তী হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো, আপনারা তাকে স্নেহ করুন এবং ক্ষমা করে দিন, ভবিষ্যতে সে ঘর থেকে পালাবে না" অনুরূপভাবে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি অনেক বিগড়ে যাওয়াদের বুঝিয়েছি এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াদের মিলিয়ে দিয়েছি।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রত্যেকের এবং বিশেষকরে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাইদেরকে নিজ পরিবারে এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা উচিৎ যে, এই ভুলের কারণে পরিবার ও অন্যান্য লোকেরাও আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায়। যদি কখনো পরিবারের লোকেদের পক্ষ থেকেও কোন মনে কষ্ট পাওয়ার মতো কথা বলাও হয় তবুও ঝগড়া বিবাদ, মারামারি করা এবং ঘরে থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে ধৈর্যধারণ করাতেই নিরাপত্তা রয়েছে।

তু নরমি কো আপনা না ঝগড়ে মিটানা, রহে গা সদা খুশ নুমা মাদানী মাহোল।
এ্যয় ইসলামী ভাই! না করনা লড়াই, কেহ হো জায়ে গা বদ নুমা মাদানী মাহোল।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

মুসলমানদের কার অনুসরন করা উচিৎ?

প্রশ্নঃ একজন মুসলমানকে মুসলমান হিসেবে কার অনুসরন করা উচিৎ এবং কার অনুসরন করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ?

উত্তরঃ দুনিয়ার সাধারন রীতি হলো, মানুষ যাকে ভালবাসে তারই অনুগত ও বাধ্য হয়ে থাকে, তার সকল কর্মই তার ভাল লাগে, তার আচরন ও রীতিনীতি গ্রহণ করার চেষ্টা করে থাকে। একজন মুসলমানের মুসলমান হিসেবে সবচেয়ে বেশি প্রিয় **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**ই** হওয়া উচিৎ, অতঃপর এই ভালবাসার দাবী হলো যে, মানুষ তার জীবনকে **আল্লাহ পাক** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বর্ণিত বিধান অনুযায়ী অতিবাহিত

www.dawateislami.net

করা। **আল্লাহ পাক** মুসলমানকে সফল জীবন অতিবাহিত করার জন্য **আপন প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরন করার আদেশ দিয়েছেন। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(পারা ২১, সূরা আহযাব, ২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের জন্য **রাসূলুল্লাহ**র অনুসরণ উত্তম।

যে মুসলমান **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যতবেশি অনুসরন করবে, সে ততবেশি সফল হবে এবং যে **আল্লাহ পাকে**র **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনুসরন ছেড়ে শয়তানের অনুসরন করবে এবং কাফেরের রীতিনীতি গ্রহণ করবে, সে কখনোই সফল হতে পারবে না। অন্যদের নকল করা, তাদের রীতিনীতি গ্রহণ এবং তাদের ন্যায় আকৃতি বানানোদের জন্য শিক্ষাই শিক্ষা রয়েছে। **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন গোত্রের সাথে সাদৃশ্য রাখে, সে তাদের সাথেই।[১] অপর এক হাদীসে ইরশাদ করেন: গোঁফ ছোট করো এবং দাঁড়িকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ বৃদ্ধি করো) এবং ইহুদীদের ন্যায় আকৃতি বানিয়ো না।[২] সুতরাং আমাদের প্রতিটি বিষয়ে অন্যদের অনুসরন থেকে বিরত থেকে আপন **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসন করা উচিৎ।

অনুরূপভাবে ফ্যাশন করে চুল রাখার পরিবর্তে বাবরী চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল করুন, কেননা আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে**

১. আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, বাবু ফি লিবাসিশ শুহরাতি, ৪/৬২, হাদীস নং-৪০৩১।
২. শরহে মাআনীল আ'সার, কিতাবুল কারাহাতি, ৪/২৮, হাদীস নং-৬৪২২-৬৪২৪।

www.dawateislami.net

আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হজ্ব ও ওমরার ইহরাম থেকে বের হয়েই হলক করা (মাথা মুন্ডন করা) ছাড়া সর্বদা নিজের মাথা মুবারকে পরিপূর্ণ চুল রাখেন।[১] তাঁর মুবারক চুল কখনো অর্ধ কান মুবারক পর্যন্ত, তো কখনো মুবারক কানের লতি পর্যন্ত এবং অনেক সময় বৃদ্ধি পেয়ে মুবারক কাঁধকে হেলেদুলে চুমু খেতো।[২] আমাদের উচিৎ, বিভিন্ন সময়ে তিনটি সুন্নাতই আদায় করা, অর্থাৎ কখনো অর্ধ কান পর্যন্ত তো কখনো পূর্ণ কান আর কখনো কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখা। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে তাঁর **প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত ও বাধ্য করুক এবং সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুতই আপনা মুঝ কো বানা ইয়া ইলাহী! সদা সুন্নাতোঁ পর চলা ইয়া ইলাহী!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

"اِنْ شَآءَ الله" লিখার নিয়ম

প্রশ্নঃ সাধারন লিখনীদের "اِنْ شَآءَ الله" লিখার সময় "ن" কে "ش" এর সাথে মিলিয়ে লিখা হয় আর আপনি আপনার লেখনিতে "ن" কে "ش" থেকে আলাদা করে লিখেন, এর কারণ কি?

উত্তরঃ "اِنْ شَآءَ الله" শব্দটি যেহেতু কোরআনী শব্দ এবং কোরআনী শব্দ লেখার সময় যথা সম্ভব আমার এটাই চেষ্টা থাকে যে, কোরআনের

১. বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৮৬, ১৬তম অংশ।
২. শামায়িলে তিরমিযী, ১৮-৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

লেখনীর রীতি এবং আরবের অনুযায়ীই লেখা এবং পাঠ করা। কোরআনে করীমের যেখানেই "اِنْ شَآءَ الله" শব্দটি এসেছে, সেখানে প্রতিটি স্থানেই "ن" কে "ش" থেকে পৃথক, তাই আমিও এই পদ্ধতি অবলম্বন করি। অনুরূপভাবে "جُمُعَه" শব্দটিকে সাধারনত "جُمْعَه" পাঠ করা হয় কিন্তু আমি কোরআনী এরাব অনুযায়ী "جُمُعَه" লিখে থাকি এবং বলি। মনে রাখবেন! সাধারন কথাবার্তায় যদি কোন শব্দের ভুল উচ্চারণ বা ব্যবহার এরূপ প্রচলিত হয়ে যায় যে, সর্বসাধারন এমনই বলে থাকে তবে একে ফসীহ অর্থাৎ প্রাঞ্জল বলা হয়, যেমন; প্রসিদ্ধ প্রবাদ: "غَلَطُ الْعَامِ فَصِيْحٌ অর্থাৎ ঐ ভুল, যা লেখাপড়া জানা লোকেরা গ্রহণ করে নিয়েছে তা হলো প্রাঞ্জল।" তবে হ্যাঁ! যদি শুধু সাধারনের মাঝেই এই ভুল রীতি চলে থাকে এবং শিক্ষিত সমাজে এর বিশুদ্ধ ব্যবহার হয় তবে তা প্রাঞ্জলতা বলা হবে না, কেননা "غَلَطُ الْعَوَامِ غَيْرُ فَصِيْحٍ অর্থাৎ ঐ শব্দ যা সাধারনের মাঝে ভুল উচ্চারণ সহকারে বলা শুরু করে দেয়, তবে তাকে প্রাঞ্জলতা বলা হবে না।"

www.dawateislami.net

اللّٰہ

صلّوا علی الحبیب ! صلی اللہ تعالیٰ علیٰ محمد

“যদি সংশোধন হতে চান? তবে নেকীর কাজ
পুস্তিকা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরুন।”

মদীনা
বাক্বী

১৭ মুহাররম ১৪৩৭ হিঃ

www.dawateislami.net

জুমা মোবারক الله জুমা মোবারক

صلوا على الحبيب! صلى الله تعالى على محمد

ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ عَنْہُ **এর বাণীঃ**

তাওবাকারীদের সংস্পর্শের মধ্যে বসো, কেননা তারা সবচেয়ে বেশি বিনম্র হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে।

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউল আখির ১৪৩৮ হিজরি)

- শুক্র -

২৮ রবিউল আখির
১৪৩৮ হিঃ

আমি রমযান মাসকে
ভালবাসি

মদীনা
মক্কা
বাক্বী

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেককার হওয়ার পদ্ধতি পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য নেককার হওয়ার পদ্ধতির উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net